মাঠ - মদনের শহিদ বেদি

সনৎ বসু

পর পর চার বছর ফাইনাল পরীক্ষায় ডাববা মারায় মদনের আর এইট থেকে নাইনে ওঠা হল না। হেডস্যার হেরম্ববাবু মদনকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে গ
ায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, মন খারাপ করিস নে বাবা, তোর কপালে এর বেশি লেখাপড়া নেই। সংসারের সবার দ্বারা সব হয় না। তুই বরং বাপের ভ
াগ চাষে মন দেগে। স্কুলে তোকে রাখা হবে না।
হেডস্যারকে অবাক করে দিয়ে মদন বলে, 'আমিও তাই ভাবলাম স্যার। কী হবে লেখাপড়া করে? কত শিক্ষিত ছেলেমেয়ে দেশ গাঁয় ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে
বেড়াচ্ছে।' তারপর মুখটা ঈষৎ নামিয়ে নিচু গলায় বলে, 'আমার অন্য জিনিস হওয়ার ইচ্ছে'।
- কী সেটা, বলনা, লজ্জা কি? হেডস্যারের স্নেহের হাত মদনের কাঁধে।
- নেতা। হেডস্যারের চোখে চোখ রেখে মদনের মিটিমিটি হাসি।
- নেতা, মানে লিডার? তুই কি পার্টি করবি? হেডস্যার আকাশ থেকে পড়ে।
- হ্যাঁ স্যার। মদনের দৃপ্ত কণ্ঠ।
- তা কোন একটা হলেই হল। মদন সোজা ব্যাটেই খেলে।
- এটা একটা কথা হল? এক এক দলের এক এক নিয়ম, এক এক কর্মসূচী। কেউ বড়লোকের দল, কেউ গরিব লোকের দল, কেউ উঁচু জাতের, কেউ
নিচু জাতের , কেউ মন্দিরের, কেউ মসজিদের.....
- আমি গরিবের দলের নেতা হব। হেডস্যারকে থামিয়ে মদন দুম করে বলে দেয়।
- বড়লোকের দল ছেড়ে তোর হঠাৎ গরিবের দলের নেতা হওয়ার সাধ জাগলো কেন? হেডস্যারের ইনস্যুইং।
- জাগবে না? দেশে বড়লোক ক'জন? সবাইতো গরিব। গরিবের নেতাদের কত সম্মান। পেছনে কত লোক। মাচার উরপ উঠে গরম বক্তৃতা দিলেই হাততা
লি, কাগজের পাতায় বড় বড় ছবি। পা বাড়িয়ে দেখেশুনে মদনের সুন্দর জবাব।
- আরে গাধা গরিবের নেতা হওয়া অতই সোজা! পুলিশের মার খেতে হবে, জেলে যেতে হবে, আবার লোকের জন্য কাজ করতে হবে, পড়াশুনা করে কত
কি জানতে হবে। তুই তো চারবারেও এইটের গন্ডি পেরোতে পারলি না। হেডস্যারের জোরের উপর সার্টপিচ মদনের মাথা লক্ষ্য করে।
- তাতে কি হয়েছে? এই তো গাঁয়ের চাঁদমমি বাউড়ি ফাইভ অবধি পড়েই দিব্যি পঞ্চায়েতের মেম্বার হয়ে গেল। জায়গায় দাঁড়িয়েই মদনের সপাট হুক।
- ও, তোর তাহলে পঞ্চায়েতে দাঁড়ানোর ইচ্ছে? হেডস্যার- এর এবার গুডলেংথের উপর একটু টেনে।
- জীবনে একবারে তো উপরে ওঠা যায় না। তলা থেকে শু করতে হয়। দার্শনিকের ভঙ্গিতে কথা কটি বলেই খেলা ছেড়ে সুড়ুৎ করে কেটে পড়ে মদন।
হেডস্যার ওর যাওয়ার দিকে চোখ রেখে মুচকি হেসে বলেন, বুদ্ধুরাম আর কাকে বলে! ব্যাটা বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে চায়'।
দিনের দিনই মদনের কথাটা হেডস্যার হয়ে মদনের বড়দা হরির কানে, হরি মারফৎ সরাসরি বাবার কানে যায়।
সে - রাতেই বাবার হাতে প্রচন্ড মার খায় মদন। প্রতিক্রিয়ায় দরিদ্র ভাগচাষি বাবাকে গাঁয়ে আসা এক নেতার কাছ থেকে শোনা 'বুর্জোয়া', 'পুঁজিবাদের দাল
াল' - ইত্যাদি বাক্যবাণে বিদ্ধ করে বাড়ি ছেড়ে পালায় মদন।
সেই যে পালায়, আর গাঁয়ে ফেরে না। ঘুরতে ঘুরতে সোজা খড়দা।
মদনের মেজদা ভজার সাইকেল সারাইয়ের দোকান বি টি রোডের ধারে। শ্যামের মন্দিরের কাছে একটা বহু পুরনো দোতলা বাড়ির নিচের তলায় ছোট্ট
একটা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে। ছ'বছরের মেয়ে মান্তু আর বৌ ঝরণাকে নিয়ে ছোট্ট সংসারটা কোনরকমে চলে। ভাইকে ফেলতে পারে না ভজা। কিন্তু ঝরণা
বেঁকে বসে।
বৌকে বশ করতে মোক্ষম প্যাঁচ কষে ভজা।
কি বোকামি কর? এমন সুযোগ কি বার বার মেলে? মদনকে রাখতে পারলে কত লাভ আমাদের। আমার দোকানের কাজতো করবেই, তোমায়ও কত কাজ
করে দেবে। রেশন, বাজার, মান্তুর স্কুল। আর দৌড়তে হবে না তোমার। একটা পয়সাও খরচ হবে না।
ঝরণা আর না করে না। মদনের আশ্রয় জোটে বারান্দর এক কোনে।
মাস তিনেকের মধ্যেই মদন পাকা সাইকেল মিস্ত্রি বনে যায়। সেই সুবাদে পাড়ার চ্যাংড়া- বুড়ো সবার সঙ্গেই বন্ধুত্ব। মদনের সরল হাসিখুশি ব্যবহারে সবাই
খুশি।
ভজার সাইকেল দোকান বন্ধ হয় কাঁটায় কাঁটায় আটটায়।
দোকান বন্ধ হতে না হতেই পোশাক পাল্টে এদিক সেদিক আড্ডা মেরে বেড়ায় মদন। এই আড্ডার এক জেরাতেই যতন কাহালির সঙ্গে পরিচয় মদনের। জঁ
াহাবাজ যতন সপ্তাহ যেতে না যেতেই মদনকে পকেটে পুরে ফেলে। যতনের সাগরেদ বনে যায় মদন।
নামে বেনামে যতনের হরেক ব্যবসা। জমির দালালি, ফ্ল্যাটের দালালি থেকে গঙ্গার ধারে চুল্লুর ঠেক ব্যবসা কোন বাছবিচার নেই যতনের। সব দলের নেতা,

থানাপুলিশ, মস্তান সবার সঙ্গেই দোস্তি তার।
পাছে লোকে দুর্নাম করে, তাই সে মাঝে মাঝে সমাজ সেবায় নামে। স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির, নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্ট, কালীপূজোয় দুঃস্থদের বস্ত্রদান, মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান - সারা বছর ধরে যতনের ঠাসা প্রোগ্রাম। তার প্রোগ্রামে থানার ওসি, মন্ত্রী, এম.এল. এ, কাউন্সিলর থেকে ফিল্মের অভিনেতা অভিনেত্রী, নামি খেলোয়াড় কে না এসেছে।
যতনের ক্রীড়াবিভাগে কাজ করার দায়িত্ব পেয়ে মদন যেন বর্তে যায়। দাদার সাইকেল দোকানের কাজ ফেলে বিকেল হলেই সে গঙ্গার ধারে প্যারাগন মাঠে ছুটে আসে। মাঠে তখন কত কাজ। গোলপোষ্টে নেট লাগানো, মাঠে চুনের দাগ টানা, ফুটবলে পাম্প, চার কিনারে পতাকা লাগানো- মদন একাই সামলে দেয়। আর খেলা শু হলে তো কথাই নেই। পাগলের মত চেঁচায়, গোল হলে মাঠে ঢুকে ডিগবাজি খায়।
মদনের কাণ্ড দেখে সবাই হাসে। সবার খোরাক বনে যায়। যতন কাহালির আর এক সাগরেদ নিমাই কাঁড়ার মদনের নামের আগে এক যুৎসই বিশেষণ বসিয়ে দেয়। ব্যস। সবার মুখে মুখে মদন হয়ে যায় মাঠ - মদন।
খেলার মাঠেই মাঠ-মদন তার ভবিষ্যৎ কর্মসূচী আগাম জানিয়ে দেয়। নেতা হয়েই সে দেশের সব স্কুল কলেজ গুঁড়িয়ে দিয়ে সেখানে খেলার মাঠ বানিয়ে দেবে। কি হবে লেখাপড়া করে? চাকরি মিলবে? তার চেয়ে খেলাধূলা করলে শরীর মন ভালো থাকে। কারো কোনো দুঃখ থাকবেনা।
মদনের এই তত্ত্বকে খেলোয়াড়েরা শুধু নয়, দর্শকেরাও তারিফ জানায়। পথে ঘাটে যেখানেই দেখা হয়, কচি-কাচার পেছনে লাগে, ও মাঠ-মদনদা, তুমি কবে নেতা হবে গো? আমাদের আর পড়াশুনো করতে ভাল লাগছে না। বিজ্ঞ নেতার মত মদন হাত তুলে বলে, 'হবে, হবে একটু সবুর কর।'
কিন্তু ভজা আর একদিনও সবুর করতে রাজি নয়। পই পই করে বারণ করা সত্ত্বেও দোকানের কাজ ফেলে খেলার মাঠে যাওয়ার জন্য এক রাতে মদনকে চুলের মুঠি ধরে বেদম পেটায়।
মার খাওয়াটা যেন শাপে বর হয় মদনের। যতন কাহালির কারবারে মদনের পার্মানেন্ট চাকরি হয়ে যায়।
পাবলিকের কাছে মদনের জনপ্রিয়তা দেখে যতন তাকে ক্রীড়াবিভাগ থেকে সমাজসেবা বিভাগে বদলি করে। নিঃসন্তান বিধবা পান্তাবুড়ির চালায় মদনের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হয়।
নতুন বিভাগে এসে মদনের কাজের খ্যাতি আরো ছড়ায়। সারাদিন টো টো করে ঘুরে বেড়ায়। যে যা বলে মদনের না নেই। পাড়ার দাদা-বৌদি, বাজারের দোকানদার থেকে ঝুপড়ির কানাই নেতাই - একবার সাহায্যের জন্য হাঁক পাড়লেই মদন এসে হাজির। কোন বাছবিচার নেই। লোকের উপকার করাতেই যেন তার আনন্দ। মদনের কাজের দৌলতে কাহালিরও কারবার বেশ চাঙা।
এর মধ্যে কেউ কেউ জেনে গেছে মদনের গোপন ইচ্ছের কথা। তারা মদনকে নেতাবাবু বলে ডাকে। কেউ ইয়ারকি করে বলে 'ন্যাতা'। দুটোতেই মদন হ্যা হ্যা করে হাসে।
পাবলিক ডিলিং আরো বাড়ানোর জন্য মদন বিড়ি খাওয়া ধরে। একটা বিড়ি দিয়ে গরিব মানুষের সঙ্গে যে সম্পর্ক তৈরি হয় একশো বা হাজার টাকা দিয়েও তা হয়না- এটা মদনেরই আবিষ্কার।
তার এই নূতন আবিষ্কারকে তারিফ জানাতে যতন কাহালি একদিন তাকে ণকো হোটেলে পেটভরে মাংসভাত খাওয়ায়।
রোজ দুপুরে গঙ্গায় স্নান করতে যায় মদন। পান্তাবুড়ির চালা থেকে গঙ্গা পায়ে হেঁটে পাঁচ মিনিট। সুন্দর বাঁধানো ঘাট। ধাপে ধাপে চওড়া সিঁড়ি নেমে গেছে জলে। ঘাটের গা ঘেঁষে বিশাল বট গাছ। ঘাট থেকে অজস্র ঝুরি নেমেছে নিচে। ঘাটে সবে ভালো করে গায়ে তেল মাখে মদন। তারপর ঝপাং করে জলে ঝাঁপ। সাঁতরে মাঝ গঙ্গার কাছাকাছি। ডুব সাঁতার, চিৎ সাঁতার, মুখ দিয়ে জল কুলকুচি। প্রায় ঘন্টা খানেক জলে দাপিয়ে ভেজা শরীরে উঠে আসে।
এই স্নানের ঘাটেই তার সঙ্গে ভাব হয় একটি ছেলের। ছেলেটাকে রোজ গালে হাত দিয়ে গঙ্গার দিকে চেয়ে বসে থাকতে দেখে মদনই যেচে আলাপ করেছিল, 'কি ভাই, রোজ গোমড়া মুখে বসে থাকতে দেখি। কি হয়েছে বললে বান্দা তোমাকে সাহায্য করতে রাজি।'
-- না না, তেমন কিছু না। ছেলেটা এড়িয়ে যেতে চাওয়ায় মদনও আর ঘাঁটায়নি।
এ ছেলেটির নামও মদন। দুনিয়ার বখাটে। পাশের বাগদিপাড়ায় থাকে। পাড়ার বয়স্করা অনেকেই ওকে চেনে। বিশেষ করে চেনে ঘাটে স্নান করতে আসা মেয়ে - বৌরা। ওর জ্বালায় শান্তিতে কেউ জামা কাপড় ছাড়তে পারে না।
দুই মদনের বন্ধুত্ব দেখে অনেকেই অবাক। ঘোষ বাড়ির মেজো কত্তা সমীরবরণের সহাস্য মন্তব্য, মাঠ মদন শেষ পর্যন্ত ঘাট-মদনের পাল্লায় পড়ল!
স্যান্টোস ক্লাবের গোলকিপার ঢ্যাঙ্গা মন্টু বলল, ' দেখবেন মেসোমশায়, এই গাঁটছড়া বেশিদিন টিকবে না।'
মাস খানেক যেতেই মন্টুর কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে যায়।
এক দুপুরে স্নানের ঘাটে দুই মদনের তুমুল ঝগড়া। শালা, এবার বুঝেছি তুমি কেন ঘন্টার পর ঘন্টা ঘাটে বসে থাকো।
মাঠ-মদন কলার চেপে ধরে ঘাট-মদনের।
থাকি তো বেশ করি। তোর বাপের কিরে? ঘাট-মদন হাত চালায়।
মুখে ঘুষিটা লাগতেই মাঠ-মদন ফুঁসে ওঠে। 'তবে রে শালা বোনদের ইজ্জত নিয়ে তামাশা।'
মাঠ-মদনের বেমক্কা কিল চড় লাথি খেয়ে প্যান্টে পেচ্ছাপ করে ফেলে ঘাট-মদন। নাকমুখ ফেটে রক্তারক্তি কান্ড ঘটে যায়।
ব্যাপারটা থানা পুলিশ পর্যন্ত গড়ায়। রাতদুপুরে পান্তাবুড়ির চালার কাছে পুলিশের জিপ এসে থামে। মদনকে ঘুম থেকে তুলে নিয়ে যায়।
সকালে খবরটা চাউড় হতে ক্ষেপে ওঠে পাড়ার লোক। এটা কি ধরনের বিচার হল? মাঠ মদন তো বাপের ব্যাটার মত কাজ করেছে। ঘাট-মদনকে আরো পেটানো উচিৎ ছিল। শালা দুনিয়ার নচ্ছার। মদনের পক্ষে দলবেঁধে রাস্তায় নামলো মেয়েরা।
মোক্ষম সুযোগটা হাতের কাছে পেয়ে দলবল নিয়ে অপারেশনে নেমে পড়ল যতন কাহালি। 'তা সমাজসেবী মদন মন্ডলের মুক্তি চাই' 'ক্রীড়া সংগঠক মদন মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করা হল কেন? - জবাব চাই, জবাব দাও'। যতনের নেতৃত্বে পাড়ার ছেলেবুড়োমা, বৌদিরা চলল থানা ঘেরাও করতে।
কেসটা বেয়াড়া জায়গায় চলে যাচ্ছে দেখে পার্টিঅফিস থেকে থানায় ফোন করলেন লোকেন সরকার। লক আপের এক কোনে চুপচাপ বসেছিল মাঠ-মদন। রাতেই পুলিশের চড়চাপড় আর দু চারটে লাঠির ঘা জুটেছে। উপরিপাওনা মা বাপ তুলে খিস্তি।
বসে বসে হেডস্যারের কথাগুলো ভাবছিল মদন। সে তাহলে ঠিক পথেই এগোচ্ছে। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়েই না সে পুলিশের হাতে মার খেলো? আজই হয়তো জেলে পাঠিয়ে দেবে। পাঠাক। মদন তাতে ভয় পায় না।
বেলা গড়াতে গড়াতে এগারটা। সকাল থেকে পেটে জলটুকুও পড়েনি। গতরাতেও আধ পেটা উঠে পড়তে হয়েছিল। পান্তাবুড়ি সবটা যোগাড় করে উঠতে পারেনি। যম খিদে পেটের ভেতর মোচড় দিলেও মুখবুজে পড়েছিল মদন।
হঠাৎ লকআপের তালা খুলে ভেতরে ঢোকে থানার বড়বাবু। 'মদন মণ্ডল কার নাম?'

- আমি। মদনের দুর্বল কণ্ঠ।
আসুন। এই কে আছিস, চা-বিস্কুট বলে আয় তো। বড়বাবু হাতধরে মদনকে নিজের ঘরে নিয়ে যায়।
লকআপ থেকে বড়বাবুর ঘরে যাওয়ার পথে থানার গেটে চিৎকার শুনে ঘাড় ঘোরায় মদন।
পাড়ার লোকেরা ওকে দেখতে পেয়ে আনন্দে হৈ হৈ করে ওঠে। হাত নাড়ে। যতন কাহালি গলা তুলে চেঁচায়। 'মদন মণ্ডলের মুক্তি চাই'। জনতা গর্জন করে ওঠে 'মুক্তি চাই মুক্তি চাই'।
লোকেন সরকারের ব্যক্তিগত বণ্ডে মদন ছাড়া পায়, বড়বাবু চা-বিস্কুট খাইয়ে পিঠ চাপড়ে বলে, যান, বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম কন। লোকেন সরকারের হাত ধরে মদন রিক্সায় ওঠে। পেছনে দল বেঁধে পাড়ার লোক। যতন, নিমাই আর দলবল একপাশে দাঁড়িয়ে হাঁ করে দেখে। সাগরেদ জগাই বলে, ' দেখলে তো যতনদা, কার তৈরি করা জিনিস কে হাপিস করে দিলো? মদ্‌নার কপালে ঢের দুঃখ আছে।
পার্টি - অফিসে বসিয়ে মদনকে আবার চা সিঙ্গাড়া খাওয়ায় লোকেন। ওর মুখ থেকে স্নান ঘাটের পুরো ঘটনাটা শোনে। তারপর নানান কথার শেষে কানের কাছে মুগ্ধ মুখ এনে বলে, 'আমাদের পার্টি করবে'?
মদনতো এটাই চাইছিলো। পার্টি না করলে সে গরিবের নেতা হবে কি করে? তবু নিজের দাম বাড়াবার জন্য বুদ্ধি করে বলে, ' ভেবে দেখি'। ভাবাভাবির কি আছে? কাল থেকে রোজ ঘন্টাখানেক পার্টি অফিসে বসবে।' লোকেনের গলায় অভিভাবকের সুর।
শুধু শুধু বসে থেকে কি হবে? নেতা হতে পারবো? ফস্ করে মদনের মুখ থেকে কথাটা বেরিয়ে যায়।
- কেন পারবে না? তার জন্য কাজ করতে হবে। নিজেকে প্রমাণ করতে হবে। দেখি কে তোমার নেতা হওয়া আটকায়?
লোকেন সরকার পাকা জহুরি। হাঁড়ির চাল টিপে ভাত বোঝার মত ছেলে চিনতে পারেন। বহু ছেলেকে তিনি পার্টিতে এনেছেন। মদনের মত সোজাসরল গোছের কয়েকটা ছেলেকে তার খুব দরকার। আজকালকার ছোকরারা পার্টিতে ঢুকেই শুধু নিজের পাওনাগন্ডা নিয়ে ভাবে। পার্টির কাজ মন দিয়ে করতে চায় না।
এলাকায় লোকেনের অগাধ ক্ষমতা। পরপর তিনবারের জেতা কাউন্সিলর এবং পার্টির লোকাল ইউনিটের সেক্রেটারি। এক সময় প্রচুর কষ্টভোগ করলেও এখন তার সোনার দিন। এই ভয়ঙ্কর বেকারির দিনেও তার পরিবার পরিজনদের মধ্যে কেউ বেকার নেই। যদিও বাবার দৌলতে চাকরি পেয়েও তার ছেলেমেয়েরা পার্টির ছায়া মাড়ায় না।
লোকে কানাঘুঁষায় লোকেনের সম্পর্কে নানান কথা বলে। এলাকার কুখ্যাত দালাল প্রোমোটারদের মোটরবাইকের পেছনে বসে তাকে মাঝে মধ্যে যাতায়াত করতে দেখা যায়। ইদানিং মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহারও করে না।
এদিকে নেতা হওয়ার স্বপ্নে মদন কাজে একনিষ্ঠ। লোকেনের কথা সে সময় মেনে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। রাস্তায় ঘুরে ঘুরে পোস্টার মারা, দেয়ালে চুন ঘষা, মিছিলের প্রথমে ঝান্ডা হাতে দাঁড়ানো কোন কাজেই মদনের না নেই।
পাশাপাশি এলাকার মানুষ জনের আপদে বিবদে নিজেকে প্রায় অপরিহার্য করে তোলে মদন। গরিব বস্তিবাসীরা মদনদা বলতে অজ্ঞান। রিক্সাঅলা ভীম গলা উঁচিয়ে বলে, ' নেতা হো তো অ্যায়সা'।
মদনের হাত ধরেই লোকেন সরকার তার খোয়ানো সুনাম ফিরে পাবার চেষ্টা করে। পান্তাবুড়ির ভাঙা চালা থেকে তাকে তুলে এনে পার্টি অফিসে থাকতে দেওয়া হয়।
মাত্র পঁচিশ বছর বয়সেই মাথামোটা মদন মণ্ডলের জনপ্রিয়তা সবাইকে ছাড়িয়ে যায়। সব দলের লোকই তাকে ভালোবাসে। এমন সোজাসরল, নিরহংকারী, সৎ মানুষ রাজনীতিতে আজকাল দেখাই যায় না।
সামনে পৌরসভা নির্বাচন। সব দলের ভেতর তৎপরতা। সিটিং কাউন্সিলর লোকেন সরকারের হার এবার সুনিশ্চিত। দলের ভেতরে বাইরে, হাটে বাজারে সবাই এব্যাপারে একমত।
হাওয়া বুঝে সরে দাঁড়ায় লোকেন। সেই সুযোগে অপোনেন্ট গ্রুপ অধ্যাপক নির্মল সেনকে দাঁড় করাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে । ক্ষমতা হাতে রাখতে অনুগত মদন মণ্ডলের নাম পার্টিতে পাশ করিয়ে নেয় লোকেন। জীবনে প্রথমবার ভোটে দাঁড়িয়েই রেকর্ড ভোটে জেতে মদন।
স্বপ্ন পূরণের আনন্দে রাতে ঘুমোতে পারে না। সে এখন সত্যিকারের নেতা। রীতিমত ভোট জেতা। চারপাশে সবসময় লোক। নানান দাবি। মদনকে সব মেটাতে হবে। সারাদিনে কত সভা, অনুষ্ঠান, গলায় মালা পরায় মেয়েরা, ক্যামেরায় ছবি ওঠে। পথেঘাটে চলতে ফিরতে লোকের নমস্কারের উত্তরে কতবার যে ডান হাত কপালে ঠেকাতে হয়।
তবে ভেতরের উচ্ছ্বাস কাউকে বুঝতে দেয় না মদন। এ তো সবে শু। তাকে আরো বড় নেতা হতে হবে। অনেক অনেক বড়!
কাউন্সিলর হয়ে প্রথমেই সে অসহায় পান্তাবুড়ির মাসে নিতশো টাকার বার্ধক্যভাতার ব্যবস্থা করে। এছাড়া লোকেন সরকারের আমলে ঝুলে থাকা বহু কেস দৌড়ঝাঁপ করে নিষ্পত্তি করে দেয়। যেটা পারে না, কারণগুলো স্পষ্ট বলে দেয়। মদনের ব্যবহারে সন্তুষ্ট অধিবাসীরা এলাকার উন্নয়নে তাকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেয়।
কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই হঠাৎ চুপ মেরে যায় মদন। মুখে সেই হাসি নেই। অনর্গল কথার স্রোত নেই। আগের মত কাজের জন্য দৌড়ঝাঁপ নেই। ডাকলেও তাকে পাওয়া যায় না। গেলেও ভালো করে কথার উত্তর দেয় না।
- কি হলো দাদা, এক বছরেই সেই গর্তে ঢুকে গেলেন? তাহলে কি বলতে হবে, 'যে যায় লঙ্কায়, সে হয় রাবণ'? সেভেনষ্টার ক্লাবের সেক্রেটারি মনা বসাক তাকে রাস্তায় পেয়ে বলে।
মদন কোন উত্তর দেয় না, কী উত্তর দেবে? কাকেই বা বলা যায় দলের নোংরামির কথা। শুধু কি নিজের দলের? তলায় তলায় সব দলের নেতাদের মধেই যে হটলাইন কানেকশন তার ওয়ার্ডের সাধুর পুকুর ভরাটে বাধা না দিলে মদন জানতেই পারতো না।
তারপরেও নানান ঝামেলা। যদু মুখার্জী রোড বানাতে মালমশালার ভাগ ঠিক মত না দেওয়ায় দুমাসের মধ্যেই রাস্তা ভেঙে যায়। রাগে কনট্রাক্টরের বিল আটকে দিতেই ক্ষেপে যায় অ্যাকাউন্ট সেকশনের কেষ্টবিষ্টুরা। লোকেনদার ডানহাত বিদ্যুৎ কুন্ডু এসে তাকে শাসিয়ে যায়।
মদনের মনের অবস্থা যখন খুবই খারাপ, তখন তাকে নিজের বাড়িতে ডেকে নিয়ে যায় ভাইস চেয়ারম্যান কেষ্ট চক্রবর্তী। বিপক্ষ গ্রুপের লোকেনদের শায়েস্তা করার এমন সুযোগ হাতের কাছে পেয়ে মদনকে সাহস যোগায়, 'অন্যায়কে একদম বরদাস্ত কোরো না মদন। লড়ে যাও। বড় নেতা হতে গেলে শুধু বাইরে নয়। দলের ভেতরেও লড়াই চালিয়ে যেতে হয়।'
মদন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, প্রাণ থাকতে সে সাধুর পুকুর ভরাট হতে দেবে না। বস্তির গরিব মানুষগুলোর সঙ্গে এতবড় বেইমানি ও কিছুতেই মেনে নেবে না।

মাঝে একদিন ফাঁকা পার্টি-অফিসে এই নিয়ে লোকেন সরকারের সঙ্গে তুমুল একচোট হয়ে যায় মদনের। লোকেন তাকে 'ঘুষখোর', 'প্রমোটারের দালাল' বলে খিস্তি দিয়ে বেরিয়ে আসে।
কয়েকদিন পরেই তাকে রাস্তায় পেয়ে ঘিরে ধরে যতন কাহালি আর তার সাঙ্গোপাঙ্গোরা।
- পুকুরের কেসটা নিয়ে আর বাড়াবাড়ি করিস না মদন। বহু টাকা ফেঁসে আছে। কাহালি ওর হাত ধরে বলে।
- পুকুরটা বুজিয়ে দিলে বস্তির মানুষগুলো যাবে কোথায়? মদনের পাল্টা প্রশ্ন। ও সেসব জানি না। আমার প্রথম এবং শেষ কথা ঃ পুকুরটা ভরাট হবেই। বাধা দিলে পরিণাম ভয়ঙ্কর। যতন ও তার দলবল পথ ছেড়ে দেয়।
- ভয় দেখিয়ে কোনো লাভ নেই। আমি পরোয়া করিনা। মদন পৌরসভার দিকে চলে যায়।
মদনকে বাগে আনতে না পেরে লোকেন সরকার তার খেলা শুরু করে। বোকা সাদাসিধে মদন পদে পদে হেনস্থা হতে থাকে। একদিন বোর্ড মিটিং-এ তাকে 'পাগল' প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হয়।
মদনকে এই অবস্থা থেকে বাঁচাতে গোপনে যোগাযোগ করে বিপক্ষ শিকন-পার্টির এক নেতা। শর্ত, পদত্যাগ করে তাদের দলে যোগ দিতে হবে।
মদন এক কথায় না করে দেয়।
নেতা হওয়ার আনন্দ ও বিষাদকে সঙ্গী করে মদন যখন পরিণতির দিকে ধীরে ধীরে পা ফেলছিল, তখনই সে আচমকা খুন হয়ে যায়।
ভর দিনের বেলা, বাজারে রাস্তায় চলন্ত ট্যাক্সি থেকে তার উদ্দেশ্যে পরপর চারটে বুলেট ছুটে আসে।
সঙ্গে সঙ্গে লোকেন সরকারের নেতৃত্বে মিছিলে শ্লোগানে উত্তাল গোটা এলাকা। দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়।
প্রতিবাদে পরদিন বন্‌ধ। পার্টি অফিসে অর্ধনমিত পতাকা। দেয়ালে দেয়ালে পোষ্টার। 'মদন মণ্ডলের খুনিদের শাস্তি চাই।' দৈনিক কাগজের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ছোট্ট সংবাদ 'সমাজ বিরোধীদের বুলেটে তণ নেতার মৃত্যু।'
বিকেলে বাজারের মোড়ে প্রতিবাদী সভা। ড্রেনের পাশে রাতারাতি তৈরি হয় শহিদ বেদি। সাদা মার্বেল পাথরের গায়ে কালো অক্ষরে লেখা মদনের নাম, জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ। পার্টির বিভিন্ন শাখা, এলাকার নানা ক্লাব ও বিরোধী দলের পক্ষ থেকে শহিদ বেদিতে মালা পড়ে। ফুলে ফুলে ঢেকে যায় লাল সিমেন্টে গাঁথা বেদি। ঘন ঘন শ্লোগান ওঠে 'শহিদ তোমায় ভুলিনি, ভুলছি না।'
কিছুদিন যেতে না যেতে যে কে সেই। শুধু এলাকার কিছু সচেতন সন্বিদ্ধ মানুষ একান্তে নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করে।
মদনের মৃত্যুর আট মাস তেইশ দিনের মাথায় সাধুর পুকুরে একদিনেই পঁচিশ গাড়ি কালো 'ফ্লাই অ্যাশ' পড়ে। পাড়ার লোক প্রতিবাদ করার আগেই ঝাণ্ডা নিয়ে আসরে ঝাঁপিয়ে পড়ে পার্টির ছেলেরা। বস্তির ছিটে বেড়ায় হাতে লেখা পোস্টার পড়ে। 'পুকুর বুজিয়ে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করা চলবে না।'
দেখতে দেখতে এক বছর অতিক্রান্ত। আজ মদনের মৃত্যুর বছর পূর্তির দিন। নর্দমার ধারে শহিদ বেদির ফলকের লেখা অস্পষ্ট। নিচের ধাপের দুই কিনারে একটা করে ইট নেই। মাঝের ধাপে লেপ্টে আছে একটা ছেঁড়া কালো ন্যাকড়া। একেবারে উপরের ধাপের মাঝের গর্তে এক ঠোঙা ছাড়ানো বাদামের খোসা।
স্থানীয় পার্টি অফিসে তালা ঝোলানো। পৌর এলাকায় স্টেডিয়াম আর সুইমিং পুল নির্মাণ কল্পে আজ রবীন্দ্র-মঞ্চে গানের আসর জমজমাট। জনপ্রিয় শিল্পীর কণ্ঠে গানের কোরাস, 'উই শ্যাল ওভার কাম'.....৬
রাত দশটা। মোড়ের মাথা প্রায় জনহীন। দোকানপাট সব বন্ধ হওয়ার মুখে। পোস্টের আলোগুলোতেও যেন উজ্জ্বলতা নেই।
লাঠি ঠুকতে ঠুকতে মদনের শহিদ বেদির সামনে এসে দাঁড়ায় এক বৃদ্ধা। নুয়ে পড়া কোমর উঁচুতে তুলে আঁচলের কোঁচড় থেকে বার করে একটা টগর ফুলের মালা। মালাটা বেদির নিচের ধাপে রেখে দু'হাত জোড় করে হাঁটু মুড়ে বসে। দুফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ে বেদির চাতালে।
রাত এগারটা। জরাগ্রস্ত শরীরটা তুলে পান্তাবুড়ি লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়ায়। হাত বাড়িয়ে আরেকবার ছোঁয় বেদির মাথার কাছটা। ছুঁয়েই থাকে কিছুক্ষণ। গলার কাছে আটকে থাকা চাপা কান্নাটা গোঙ্গানি হয়ে বেরিয়ে আসে।
পান্তাবুড়ি বাড়ির পথ ধরে। নালার পাশে গুঁটি সুটি মেরে শুয়ে থাকা কুকুরটা হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। মদনের শহিদ বেদির দিকে মুখ করে হঠাৎ মরা কান্না কাঁদতে থাকে।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com